মেহেরপুরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠণের উদ্যোগে মে দিবস পালিত

মহান মে দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সোমবার সকালে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

র্যালীতে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। পরে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক ইউনিয়নের মেহেরপুর শাখার সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সবুজ প্রমূখ।

র্যালী ও আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, শ্রমিক ইউনিয়নের গাংনী শাখার সভাপতি জমির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান, শ্রমিক ইউনিয়ন বামন্দী শাখার সভাপতি হাবিবুর রহমান হবি, সাধারণ সম্পাদক ইন্তাজ আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাইতুল হক, লাইন সম্পাদক পলাশ আহমেদ, দরবেশপুর শাখার সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সাধারণ সম্পাদক আজম, মুজিবনগর শাখার সভাপতি জিল্লুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আনসার আলীসহ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্যাংকলরি (দাহ পদার্থ বহনকারী ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মহান মে দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান,

ট্যাংকলরি (দাহ পদার্থ বহনকারী ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আকিব হোসেনের নেতৃত্বে র্যালীটি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসের সামনে থেকে শুরু করে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এসে শেষ হয়।

র্যালীতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মিয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) ইউসুফ আলী খোকন, সহ সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জুয়েল, সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়াজান আলী, লাইন সম্পাদক আলামিন হোসেন, কোষাধ্যক্ষ কামাল শেখ রিংকু প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা ইমারত শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিক মালিক ঐক্য গড়ি, সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ি এই স্লোগানে মেহেরপুরে ইমারত নির্মাণ শ্রমিকের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মে দিবস পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে সাড়ে ৯ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণকারি শ্রমিক ইউনিয়নের একটি র্যালী বের করে।

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিমের নেতৃত্বে র্যালীটি শহরের মালোপাড়া থেকে বের হয়ে নতুন পাড়ার মোড়, বাসস্ট্যান্ড, হোটেল বাজার, বড় বাজার মোড় প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

এসময় জেলা ইমারত নির্মাণকারি শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আবুল হোসেন, শহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আলেক উদ্দিন, কোষাধাক্ষ খন্দকার নাফিজুর,প্রচার সম্পাদক মিলন আলী, দপ্তর সম্পাদক মোতালেব শেখ, শ্রম কল্যাণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন, সাংস্কৃতিক ও ক্রিয়া সম্পাদক ইসরাফিল হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য মজনু সর্দার, মাজেদুল হক, ছাবদার আলী, ফিরোজ আলী সহ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা রেলিতে অংশগ্রহণ করেন।র্যালী শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে সেই চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ভিডিও ধারণ করা তারপর ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায় চক্রের হোতা মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির এস আই আশরাফ আলী। মামলায় শিল্পতি হাবিবুর রহমান, অ্যাড. কামরুল ইসলামসহ ১৮ জনকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। এবং ১০জনকে সাক্ষী করা হয়েছে। আগামী ৮মে এই মামলার দিন ধার্য রয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশন ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের সাংবাদিক আবু আক্তার করন, দেশ টিভির সাংবাদিক রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা। এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা আত্মগোপনে রয়েছেন।

জানা গেছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্যবলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও ওই সময় পুলিশের তথ্য থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন

ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন। মামলা দেওয়ার পর পুলিশ বিভাগ তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। তদন্তের অংশ হিসেবে হোটেল আটলান্টিকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ হোটেল মালিক মতিয়ার, তার ছেলে মামুন ও ছন্দা খাতুনকে আটক করে। তার আগে মামলার দিনই পুলিশ শহরের হোটেল বাজার এলাকা থেকে নাজনিন খান প্রিয়াকে আটক করে।

ওই মেহেরপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ছন্দা খাতুন ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন। জবানবন্দীর ওই কপি মেহেরপুর প্রতিদিনে এসে পৌছালে গত বছরের ১ ডিসেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন জবানবন্দী নিয়ে ফলাও করে তার প্রকাশ করলে মেহেরপুর সহ সারাদেশে ওই সংবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে।
জবানবন্দীতে ছন্দা খাতুন এই চক্রের মুখোশ খুলে দেয়। তার জবানবন্দীতে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক, কয়েকজন নারীর কথা উঠে আসে। উঠে আসে কয়েকজন আইনজীবীর কথাও। তবে জবানবন্দীতে দেওয়া তথ্যমতে প্রায় সব আসামি পুলিশের চার্জশিটে অভিযুক্ত হলেও কামরুল ইসলাম ওই আইনজীবীকে চার্জশীট থেকে পুলিশ অব্যহতি দেয়।

ছন্দার জবানবন্দী থেকে ওই সময় জানা যায়, বিগত ২/৩ বছর যাবৎ সাংবাদিক তুহিন অরন্য, আবু আক্তার করন, মিজানুর রহমান জনি, রেকসোনা, মানবতার চোখের সাংবাদিক শাহজাহান মেয়েদের মধ্যে বর্ষা, নুসরাত, প্রিয়া, হোটেল মালিক এর ছেলে মামুন সহ অজ্ঞাতনামা কয়েক জন মিলে মেহেরপুর আটলান্টিক হোটেলে কৌশলে ভিডিও ধারন করে ও ব্লাকমেইল করে বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, বড় চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন লোককে এই ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায় করে চলেছে। মামুন তাকে প্রতি নিয়ত ভিডিও ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে ব্যবহার করতো। সাংবাদিক রেকসোনা, বর্ষা, প্রিয়া, রুপা, নুসরাত এরা বেশি বাইরে যেয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে ভিডিও ধারন করে চাঁদা দাবী করে। পুলিশ এর কথা বললে মতিয়ার তাকে জানায় পুলিশকে

প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি। পুলিশ তার কিছুই করতে পারবে না। মতিয়ার এই ব্যবসা করে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। আমঝুপির মৃত মোজাফফর হোসেনের ছেলে সাইদ ওই হোটেলে নিয়মিত যাওয়া আসা করে। কিছুদিন আগে তাকে ব্ল্যাক মেইল করেও অনেক টাকা নিয়েছে এই চক্রটি।

এদিকে, হোটেল আটলান্টিকার কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে ক্রমশই হোটেলটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান। বর্তমানে হোটেল আটলান্টিক বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট ময়না মেম্বর কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মহাজনপুর ইউনিয়নের মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়নার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগর আমলী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বর মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালনা করে ময়না মেম্বর কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের নীলমনি সিনেমা হলপাড়ায় ৬তলা ভবন তৈরি, নিজ গ্রাম কোমরপুরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন ময়না মেম্বর। এছাড়া ভাইয়ের নামে ভাটা ব্যবসা করেন ময়না মেম্বর।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে থাকেন ময়না। বেশ কিছুদিন ভারতে পালিয়েও ছিলেন তিনি। পরে উচ্চ আদালত থেকে অন্তবর্তীকালীন জামিন নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম

মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর থেকে জিহাদ আলীকে আটক করে। জিহাদ আলী ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।

এর আগে ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল নামে প্রথম এক অনলাইন এজেন্ট আটক করে ডিবি পুলিশ। রয়েলের দেওয়া স্বীকারোক্তীতে ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখা হয়েছিলো জাহিদ ওরফে শিমুলকে। শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

ওই সময় জাহিদকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট গোপালপুরের এবং পরিচালনা করতো এবং পরে নাসির শাহ মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

জানা গেছে, জিহাদ ওরফে শিমুলের কাছে থেকে পুলিশ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। যে মোবাইলে ০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ ৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়।

এসময় আসামী শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিক কোমরপুর গ্রামের আনছার মেম্বারের ছেলে বর্তমান মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার, বলিয়ারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে মো: মাসুদ, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের চৎরাধপ রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তিতে পুলিশের অভিযান শুরু হলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তিতে গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নাসির শাহ ও মহাজনপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার বাটুলের ছেলে হেলালের ওয়ান এক্স বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করতো এবং মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতো। বর্তমানে ওয়ান এক্স বেটের ফাজনাত বিকাশ, ফাজনাত উপায় ও ফাজনাত নগদ নামে তিনটি অনলাইন জুয়ার সাব এজেন্ট পরিচালনা করছিলো।

আরো জানা যায়, জিহাদ আলী ব্যবহৃত সাব এজেন্টের সিমগুলো জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার নাম দিয়ে করে অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করে আসছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ান এক্স বেট ও মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের এজেন্ট সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে । ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে –কাজী জাফর উল্লাহ

দু’শো বছর আগের নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ষড়যন্ত্র একই সূত্রে গাঁথা। আবারও চারদিকে সেই গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তাই দলীয় নেতা-কমীর্দের

উদ্দেশ্যে বলছি-জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থেকে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে শেখ হাসিনা মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ. ফ. ম বাহাউদ্দীন নাসিম।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক এমপি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাড. আমিরুল আলম মিলন এমপি, পারভিন জামান কল্পনা, গ্লোরিয়া জামান ঝর্না এমপি, শ্রী নির্মল চ্যাটার্জি, মেহেরপুর জেলা আ. লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, মেহেরপুর-২ আসনের এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক এম.এ খালেক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, শেখ হাসিনা তার গভীর দূরদশীর্তা থেকে যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্ত সকলকে মেনে নিতে হবে। না হলে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হবে। সামনে জাতীয় নির্বাচন। তাই সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে।

এর আগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি।

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর

দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক বেশি। এই দিবসের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলার অগ্রণী ভূমিকা ছিলো। উন্নত বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জাগ্রত হতে হবে।

এ সময় তিনি সকল শিক্ষার্থীদের আহবান করে বলেন, তোমাদের সঠিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হবে ও সঠিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নিজেদের গঠন করতে হবে।

ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবসের আলোচনা সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মসজিদের পেশ ইমাম দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(অর্থ ও প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবু রাশেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ জাহিদুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) মাজহারুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

সারাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ২২ টি বাদে সারা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দেওয়া হয়েছে। তবে, উপজেলা পর্যায়ের যাচাই বাছাই কমিটি যাদের নাম মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থেকে নামুঞ্জর করেছে তাদেরকে আপিল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখনো ২২ টি উপজেলাতে যাচাই বাছাইয়ের কাজ বাকি আছে। সেজন্য অল্পকিছু মুক্তিযোদ্ধাদের আপিল নিস্পত্তি অপেক্ষামান। সেগুলো আগামী জুন মাসের মধ্যে নিস্পত্তি হয়ে যাবে।

আজ ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজতি দিনব্যাপি বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে স্মৃতিসৌধে পুস্পার্ঘ অর্পণশেষে সাংবাদিকদের দেওয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি। এসময় বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, আগে রাজাকারদের তালিকা তৈরী করার বৈধ কোনো এখতিয়ার জাতীয় মুক্তিযোদ্ধ কাউন্সিলের ছিলনা। বিগত দিনে এ নিয়ে জাতীয় সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। ৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল। রাজাকার আলবদর আল সামস স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য এবং কি প্রক্রিয়ায় হবে সেটিই সংসদে পাশ করা হয়েছে।

এখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ সংসদীয় কমিটির সভাপতি শাহাজান খান এমপিকে আহবায়ক করে কমিটি গঠণ ও রাজাকারদর তালিকা প্রনয়নের দায়ীত্ব দেওয়া

হয়েছে। সেই কমিটির মাধ্যমে খুব অল্পদিনেই রাজাকারদের তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করা হবে।

সামনের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের কোনো আবির্ভাব লক্ষ করছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, উগ্র মৌলবাদ, জঙ্গী তৎপরতা প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ১৯৭১ সালে যারা আমাদের এই মহান স্বাধীনতাকে মেনে নেননি, সেইদিনেও তারা বিরোধীতা করেছিল, তাদের বংশধরেরা এখন আরও বেশী সংঘবদ্ধ। তারা যখনি কোনো সময় সুযোগ পাই, তখনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের সরকারকে বিব্রত এবং মহান স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজকের সফল রাষ্ট্র নায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই সরকার ওই সব অপশক্তিকে দমণ করে রেখেছে।

তবে, দেশী বিদেশী প্ররোচনায় ওই অপশক্তি দেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে দিগম্বর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই অপশক্তি যাতে এইদেশে শিকড় গাড়তে না পারে সেই জন্য সরকার, আইনশৃংখলাবাহিনী, জনগণ ও মুক্তিযুদ্ধের সকল পক্ষ সচেতন রয়েছে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচী শুরু

আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মুজিবনগর স্মৃতিশৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ, গার্ড অফ অনার প্রদান ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শণের মধ্য দিয়ে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

সকাল ৯ টার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রশাসন প্রতমিন্ত্রী, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন।

মুজিবনগর আম্রকাননে শেখ হাসিনা মঞ্চে সকাল ১০.৪৫ টায় মুজিবনগর দিবসের বিশাল জন সভায় অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জন সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখবেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়া, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি, মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এমপি, অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, মেহেরপুর-২ আসনের এমপি ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক ।

এছাড়া যোগ দেবেন বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন জেলার এমপিসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

সকাল ৬ টার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলন করে মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচীর উদ্বোধন উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ কুমার ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল।

মুজিবনগরের নতুন প্রকল্পের কাজ

শুরু কবে ?

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথের মধ্যে দিয়ে যার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। স্বাধীনতার ৫২ বছরে মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র, ৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যর স্বাধীনতা সড়ক বাস্তবায়ন হয়েছে। যে সড়ক দিয়ে যাত্রী পারাপার ও পণ্য আমদানী রপ্তানীর জন্য গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে স্থলবন্দরের। সে গেজেট প্রকাশও বছর গড়িয়েছে। এছাড়া নতুন করে চারশ নয় কোটি নয় লক্ষ টাকা বরাদ্দের আন্তর্জাতিক মানের ‘মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প’ নামে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

নতুন প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পন্ন হলে পাল্টে যাবে মুজিবনগরের চিত্র। মুজিবনগরকে দেখেই পুরো মুক্তিযুদ্ধের চিত্রপট পর্যটকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওবেয়সাইট থেকে জানা গেছে, ২০২১ সালের ২০মে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখান থেকে কিছু সংশোধনী দেওয়া হয়েছে। সে সংশোধনীতে এখনো আটকে রয়েছে প্রকল্পটি।

নতুন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্কাল্পচার গার্ডেন, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার মেমোরিয়াল মুর্যাল ও শপথ গ্রহণের গ্রাউণ্ড, শেখ হাসিনা মঞ্চ, প্যানোরমা ও অ্যাম্পি থিয়েটার, হিস্টোরি ওয়াক, ৩ তলা বিশিষ্ট অ্যাডমিন ব্লক, ২ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ব্লক, ৪তলা বিশিষ্ট ট্রেণিং সেন্টার, ৪তলা বিশিষ্ট অফিসার্স ও স্টাফ কোয়ার্টার, সুইমিং পুল, ফুড জিয়স্ক ও রেস্ট রুম, রেন্টাল সপ, ওয়াচ টাওয়ার, ভিভিআইপি ও ভিআইপি পার্কিং, সাধারণ পার্কিং, মাছ ধরার ডেক, রোপ ওয়ে, ২তলা বিশিষ্ট বোট ক্লাব, সুপেয় পানির ডিসপেনসার, ব্যাংক প্রটেকশনসহ লেক, ব্রীজ, কনটোর্স, আইসল্যাণ্ড, ওয়াচ ওয়ে, চালকদের আবাসন, শিশু পরিবার ও ডরমেটরি, ২তলা বিশিষ্ট স্কুল, টেনিস কাম বাস্কেটবল কোর্ট, প্লে গ্রাউণ্ড, লেজার শো ওয়াটার শিল্ড।
আর এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে নতুন ৫৬.০৫ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। সবমিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্রটি ১২৭ একরে রুপ নেবে। জমি অধিগ্রহণসহ নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ ধরা হয়েছে প্রায় ৪১০ কোটি টাকা। প্রয়োজনে প্রকল্পের অর্থের বাড়ানো হবে এমনটা জানা গেছে।

আগে কৃষি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক খান মুজিবনগর পরিদর্শনে গিয়ে ওই প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। একটি গাছকে পাইলট হিসেবে ধরা হয়েছে। ফলাফল আসলে পুরো প্রকল্পটি শুরু হবে।

স্বাধীনতা সড়ক
১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদিতে ভারতের কলকাতা থেকে যে মেঠোপথ ধরে জাতীয় চার নেতাসহ দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা এসেছিলেন সেই মেঠপথটিকে স্বাধীনতার অর্ধশত বছর উৎযাপন উপলক্ষে বর্তমান সরকার ‘স্বাধীনতা সড়ক’ নামে নামকরণ করেছেন। ওই মেঠপথটির বাংলাদেশের অংশ ৫০০ মিটার সড়ক ১ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যায়ে ইতিমধ্যে পাকাও করা হয়ে গেছে। ২০২১ সালের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এ সড়কের উদ্বোধন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

দুই যুগ আগে স্থাপিত মুজিবনগর কমপ্লেক্সে বর্তমানে যা আছে:
১১টি মন্ত্রনালয়ের প্রায় ৩’শ কোটি টাকা বরাদ্দে গড়ে উঠেছে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র । এর মধ্যে পর্যটক মোটেল, শপিংমল, শিশু পরিবার, ডাকঘর, হেলিপ্যাড, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ছয় দফা ভিত্তিক মনোরম গোলাপ বাগান, অত্যাধুনিক মসজিদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাদুঘর। এখন পর্যন্ত এসব কোন স্থাপনাই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। অথচ প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ হয়েছে অন্তত ১০ বছর আগে। সবশেষে সাড়ে আট কোটি টাকা ব্যয়ে বড় মিলনায়তন নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।

তবে এখনো প্রশাসনিক প্লাজা, অ্যাপ্রোচ রোড, বিদ্যুৎ, জেনারেটর ক্রয় (১০০-কেভিএ), মানচিত্রে স্টেজে কাঠের কাজ, সিঁড়িতে এসএস রেলিং, জলছাদ র্যাম্প ও এসপিএমসিবি পাওয়ার সকেট, আন্ডার গ্রাউন্ড সার্ভিস লাইন কাজ আজও শেষ হয়নি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপটেন (অব) আব্দুল মালেক বলেন, ১৭ এপ্রিল আমাদের গৌরবের, অহংকারের। দিবসটিতে শুধু মুজিবনগর উপজেলায় ছুটি ঘোষনা নয়, জাতীয় শপথ দিবস করে দিনটি সরকারি ছুটি ঘোষনা করার দাবী জানাচ্ছি।
মেহেরপুরের গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে যাদুঘর সংস্কার, রাস্তা সংস্কার, রঙ করা সহ কমেপ্লক্স চত্ত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্নসহ প্রায় ২৬ লাখ টাকা বরাদ্দ ধরে সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম বলেন, সর্বশেষ যে প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে তা কোন অবস্থায় আছে আমার জানা নেই। এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিষয়। তবে মুজিবনগর দিবসকে ঘিরে জেলা প্রশাসন সকল ধরণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আবু বাকের তৌহিদ বলেন, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পটি প্লানিং কমিশনে পাঠানো হয়েছিলো । সেখানে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা হয়েছে। সভা থেকে কিছু সংশোধনী দেওয়া হয়েছে। সংশোধন করে আবার প্লানিং কমিশনে পাঠানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছে।
যেভাবে ১৭ এপ্রিল:

অনেক জীবন এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছিল তার আসল বাস্তবতা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বাঙালী জাতির আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে সেই ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনেক ঘটনায় উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশীদের স্বপ্ন চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম বাগানে। যেখানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল। সেখানে সেই মহতী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং বিশিষ্ট বাজনীতিবিদগণ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও সেন্টার স্থাপন করে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান সারাদেশে সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং মুজিবনগর সেদিন পেয়েছিল ঐতিহাসিক মর্যাদা।
১০ এপ্রিল ১৯৭১ এক ঘোষনার মাধ্যমে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল যা মুজিবনগর থেকে ইস্যু করা হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য এই ঘোষনা বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বের ঘোষনাকে দৃড়ীকরন করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রথম প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।

সে সময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী মেহেরপুরকে করতলে নিলেও পৌঁছুতে পারেনি বৈদ্যনাথতলায়। তদানীন্তন মেহেরপুর মহাকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী বৈদ্যনাথতলা। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সমস্ত সময়টুকু এ জায়গাটি ছিল নির্বিঘ্ন। বি্◌িরটশ শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর ছিল মহাকুমা শহর । সে সুবাদে কলকাতার সাথে এই বৈদ্যনাথতলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগের ব্যাবস্থা ছিল। সরকার গঠনের পর মুজিবনগরকে

অন্তর্র্বতীকলিন রাজধানী ঘোষনা করা হয়েছিল। পাশাপাশি স্বাধীতার ফরমান জারি করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল। ওই সময় ও শপথ গ্রহণের স্থানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বৈদ্যনাথতলা নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় মুজিবনগর। তখন থেকে ১৭ এপ্রিলকে বলা হয় মুজিবনগর দিবস। এবং সেই থেকেই এই দিনটি মুজিবনগর দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। মুজিবনগর সরকার দেশকে ৬টি জোনাল কাউন্সিলে ভাগ করেছিল যা জনগনের সমস্যার দেখভাল করত। সে সময় মুজিবনগর হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের প্রেরণার উৎস এবং জাতির ভাবমূর্তি অক্ষ্ন্নু রাখতে যথাসম্ভব যাকিছু করার ছিল তাই করেছিল। মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এবং ইতিহাসে এক মাইল ফলক। যা বিশ্বকে সাহায্য করেছিল আমাদের মুক্তিয্দ্ধুকে সমর্থন করতে। পরবর্তীতে ৯মাস যুদ্ধ শেষে চুড়ান্তভাবে স্বীকৃত পেয়েছিল একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে।

আজকের কর্মসূচী
সকাল ৯টায় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার প্রদান। সকাল ১০টায় শেখ হাসিনা মঞ্চে জাতীয় ও স্থানীয় নেতাদের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবে। পরে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে শেখ হাসিনা মঞ্চে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলির সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। অতিথি হিসেবে থাকবেন উপদেষ্টামণ্ডলির সদস্য খায়রুজ্জামান লিটন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ, আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাসিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনসহ আশেপাশের জেলার সংসদ সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন বলে জেলা প্রশাসন থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ও

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট ক্রীড়াঙ্গন শেখ হাসিনার দর্শন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় পালিত হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস। দিবসটি উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস পালিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা যৌথভাবে এ দিবসটি পালন করে।

বৃহস্পতিবার (৬ এপ্রিল) সকাল সাড়ে দশটার টায় ‘স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট ক্রীড়াঙ্গন, শেখ হাসিনার দর্শন’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বেলুন উড়িয়ে এ দিবসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি জেলা শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সহ-সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থা মোঃ নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, সুস্থ শরীর এবং সুন্দর মন তৈরি করতে হলে অবশ্যই আমাদের ক্রীড়া চর্চা এবং খেলাধুলা করতে হবে। সমাজে এখন মাদকের প্রভাব ব্যাপক। মাদকমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে ক্রীড়াঙ্গণকে বড় ভূমিকা রাখতে হবে। একজন ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক মাদক থেকে দূরে থাকেন। কোন ক্রীড়াবিদ মাদক গ্রহন করতে পারে না। এ সময় তিনি সকলকে আহ্বান করে বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে মাদকহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে।সেইসাথে মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হলে অবশ্যই আমাদেরকে খেলাধুলার চর্চা করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দার, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি)সাদাত হোসেন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারী, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের নেতাকর্মী,ক্রীড়াবীদ ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ,ইলেকট্রনিক্স প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, বাংলার সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা আসির উদ্দিন, রুস্তম আলী। উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাকী সালাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলামসহ উপজেলার সব দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ।